ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক এমপি নায়েব আলী ৪ দিনের রিমান্ডে

ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ার্দারকে দুটি মামলায় চারদিন করে রিমান্ড মিঞ্জুর করেছে আদালত।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাকে হাজির করা হয়। সেসময় আদালতের বিচারক রুমানা আফরোজ এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শহরের আরাপপুর জামতলা এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্ত্◌ার করে এবং। রাতেই তাকে সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর নাঈম আহমেদ জানান, জেলা বিএনপির দলীয় কার্য্যালয় ও দলের সভাপতির বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ১৯ ও ২৪ আগস্ট সদর থানায় দুটি নাশকতার মামলা হয়। সেই মামলায় এক নম্বর আসামি নায়েব আলী জোয়ারদার।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন জানান, আমরা সকালে সাবেক সংসদ সদস্য নায়েব আলী জোয়ারদারকে আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়েছিলাম। কিন্তু আদালত দুই মামলায় চারদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তবে পৃথকভাবে চারদিনের পরিবর্তে একই সঙ্গে চারদিন জিজ্ঞাসাবাদ চলবে।

শপথ নিলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের এমপি নায়েব আলী জোয়ার্দার

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ঝিনাইদহ-১ আসনের উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নায়েব আলী জোয়াদ্দার শপথ নিয়েছেন।

ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই (এমপি) বর্নাঢ্য জীবনাবসান

ঝিনাইদহ-১ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: আব্দুল হাই মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহে রাজিউন)।

আজ শনিবার (১৬ মার্চ) থাইল্যান্ডের বামরুনদগ্রাদ হাসপাতালে ব্যাংককের স্থানীয় সময় সকাল ৭ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। মৃত্যুর বিষয়টি থাইল্যান্ডে অবস্থান করা তার ব্যক্তিগত সহকারী শহিদুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে ২ ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আব্দুল হাই এমপির শৈলকুপা উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা ফয়জুদ্দিন মোল্লা ও মাতা ছকিরন নেছা দম্পতির ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে সবার ছোট তিনি। তার শিক্ষাজীবন শুরু পাশর্^বর্তী মির্জাপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ৫শ্রেণী পাশ করার পর ভর্তি হন বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হন ঝিনাইদহ কেশবচন্দ্র কলেজে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বিএ পাশ করেন তিনি। বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান তিনি। বিপদে-আপনে ছুটে যান কর্মীদের পাশে। সেই থেকে তার জনপ্রিয়তা শুরু। ১৯৬৯ সালে সরকারি কেসি কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি বৃহত্তর যশোর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ঝাপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। সেখানেও তিনি নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখেন। স্বাধীনতা বিরোধীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে

ঝিনাইদহ-১ আসনের এমপি আব্দুল হাইয়ের রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাবেক প্রতিমন্ত্রী, ঝিনাইদহ-১ আসনের বার বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই’র রোগমুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যালয়ে এ দোয়ার আয়োজন করে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন। সেসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ সামাদ, ছিদ্দিক আহমেদ, মছির উদ্দিন, জিল্লুর রহমান তাতার, গোলাম মোস্তফা লোটনসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই বর্তমানে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকরের বামরুনগ্রাদ আন্তর্জাতিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। নিউমোনিয়া ও লিবারের সমস্যায় তিনি ঢাকার ল্যাব এইড হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি ছিলেন। রোববার সকালে এয়ার এ্যাম্বুলেন্সে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে থাইল্যান্ডে নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তির পর তার শারিরীক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

জামিন পেলেন ঝিনাইদহ ১ আসনের

নৌকার প্রার্থী

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে দায়েরকৃত ২ টি মামলায় জামিন পেয়েছেন ঝিনাইদহ ১ আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল হাই এমপি।

বৃহস্পতিবার সকালে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতের বিচারক বৈজয়ন্ত বিশ্বাসের আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে আগামী ধার্য তারিখ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করা হয়।

একই মামলার অপর দুই আসামী শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম ও সারুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুন। এর আগে বুধবার তারা আদালতে হাজির না হওয়ায় এমপি আব্দুল হাই, উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম ও চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান মামুনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত।

গত ২৪ ডিসেম্বর নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে শৈলকুপা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা তায়জুল ইসলাম বাদী হয়ে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালতে পৃথক দুইটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার আসামীপক্ষের আইনজীবি শামসুজ্জামান তুহিন বলেন, আমার মক্কেলদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছিলো। আদালতে তা উপস্থাপন করার পর বিজ্ঞ আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেছেন।

ঝিনাইদহ-১ আসনের ফুলকপি এখন ট্রাকে!

খবরের শিরোনাম দেখে অনেকেই ভাবতে পারেন ফুলকপি হয়তো ট্রাকে বহন করা হচ্ছে। কিন্তু আসলে বিষয়টি তেমন নয়।

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা উপজেলা)

আসনে দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিক ফুলকপি ও ট্রাক। প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই প্রার্থী হলেন স্বামী আর স্ত্রী। বাড়ির মধুর সম্পর্ক এখন ভোটের মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনকে ঘিরে স্বামী-স্ত্রী দুজনা মাঠে নামলেও, ভোট চাওয়ার কৌশল ভিন্ন।

আর আলোচিত এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি স্বতন্ত প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল ও তার স্ত্রী মুনিয়া আফরিন। নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ট্রাক প্রতীক। অন্যদিকে স্ত্রী মুনিয়া আফরিনের প্রতীক ‘ফুলকপি’।

নির্বাচন প্রচারাভিযানে গিয়ে বুধবার সরজমিন দেখা যায় নিজে প্রার্থী হলেও স্বামী নজরুল ইসলাম দুলালের পক্ষে ভোট চাইছেন স্ত্রী মুনিয়া আফরিন। দিনরাত করছেন উঠান বৈঠক। স্বামীর পক্ষে ভোট চাওয়া স্ত্রী মুনিয়া আফরিনের এমন কিছু ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

শৈলকুপার বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় স্বামীর ট্রাক প্রতীকের পোস্টার বিলি করে ভোট চাচ্ছেন মুনিয়া আফরিন। মুনিয়া আবার স্বামীর ট্রাক প্রতিক প্রদর্শন করে ছবিতে পোজ দিচ্ছেন।

লাঙ্গলবাঁধ এলাকার রহিমা বেগম নামে এক নারী জানান, মুনিয়া নিজে প্রার্থী তবুও স্বামী নজরুল ইসলামের জন্য ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন স্ত্রী। এটার কারণ ও রহস্য কি তা আমরা জানি না। জীবনে কোনদিন শুনি নাই যে, নিজের প্রার্থীতা বিসর্জন দিয়ে অন্যের জন্য কাজ করতে।

কমলা বানু নামে ধলহরাচন্দ্র এলাকার এক গৃহবধু জানান, স্বামীর প্রতি মুনিয়ার এই ভালোবাসা ও প্রার্থীতা কোরবানীর দৃশ্য ভোটারদের কাছে সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। কি কারণে এমনটি তিনি করছেন তা ভোটারদের দিনকে দিন কৌতুল করে তুলেছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোট কেন্দ্রে এজেন্টদের সংখ্যা বাড়ানো ও কেন্দ্র দখলের কোন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। কারণ একটি বুথে স্বামী স্ত্রীর পক্ষে দুই প্রতিকের নামে একাধিক এজেন্ট দিতে পারবেন তারা। আর এমনটি হলে বুথে তাদের অবস্থান ভাল থাকবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বতন্ত্র প্রার্থী মুনিয়া আফরিন জানান, ‘আমি নিজের জন্য প্রচারণা করছি, সঙ্গে স্বামীর পক্ষেও। প্রথম দিনে শৈলকুপার ভাটই এলাকায় নারীদের কাছে স্বামীর জন্য ভোট

চেয়েছি। শৈলকুপার হাবিবপুর গ্রামে করেছি উঠান বৈঠক’।

তিনি বলেন, ‘স্ত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব আছে। আমি নিজের পাশাপাশি স্বামীর জন্যও মানুষের কাছে যাচ্ছি। ভোটাররা যাকে পছন্দ করবেন তাকেই ভোট দেবেন। এদিকে নিজে প্রার্থী হয়ে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর এই প্রচরণায় শৈলকুপা জুড়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। বিরোধীরা বিষয়টি সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং তবে ভোটারদের কাছে কৌতুহলের জন্ম দিচ্ছে।